সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪২১
WEEKLY BOOKLET:421

আয়াতে সিজদার ফযীলত ও ৬০টি মাসায়িল

- সিজদার আয়াতকে আয়াতে সিজদা কেন বলা হয়? ০৪
- সিজদায়ে তিলাওয়াতের পদ্ধতি ১৩
- চ্যানেলে সিজদার আয়াত শোনার বিধান ২৬
- হাফিয সিজদায়ে তিলাওয়াত করতে ভুলে গেলে তবে? ০৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আয়াতে সিজদার

ফযীলত ও ৬০টি মাসায়িল

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"আয়াতে সিজদার ফযীলত ও ৬০টি মাসায়িল"** পড়বে বা শুনবে, তাকে সিজদার স্বাদ নসীব করো এবং তার মাতা-পিতাসহ সকলকে বিনা হিসাবে মাগফিরাত করে তাকে জান্নাতুল ফিরদৌসে প্রবেশ নসীব করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "যে (ব্যক্তি) দিন ও রাতে আমার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে তিনবার দরুদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ পাকের উপর এটা তার হক যে, তিনি তার সেই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।" (মু'জাম কবীর, ১৮/৩৬১, হাদিস: ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সন্যাসীদের ইসলাম গ্রহণ

হযরত শায়খ আবু মাদিয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আবদাল (অর্থাৎ আল্লাহর ওলী) ছিলেন। তিনি আন্দালুসিয়ার জামে মসজিদ খিজরে ফজরের নামাযের পর বয়ান করতেন। একবার কয়েকজন সন্যাসী (অর্থাৎ অমুসলিম) পরীক্ষা করার জন্য মুসলমানদের পোশাক পরে মসজিদের লোকদের সাথে এসে বসলো। যখন তিনি বয়ান শুরু করতে লাগলেন, কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, তারপর একজন দর্জি উপস্থিত হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: “এত দেরী করলে কেন?" সে বলল: "হুযুর! আপনার নির্দেশে রাতে টুপি বানাতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।” তিনি তার কাছ থেকে টুপিগুলো নিলেন এবং দাঁড়িয়ে সব সন্যাসী (অর্থাৎ অমুসলিমদের) কে পরিয়ে দিলেন। লোকেরা এতে অনেক আশ্চর্য হলো, কিন্তু বিষয়টি তখনও স্পষ্ট হয়নি। তারপর তিনি বয়ান শুরু করলেন, যার মধ্যে এই বাক্যটিও ছিল: “হে ফোকারা (গরীবেরা)! যখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তাওফীকের হাওয়া সৌভাগ্যবান হৃদয়ে বইতে শুরু করে, তখন তা প্রতিটি আলো নিভিয়ে দেয়।” এরপর তিনি একটি শ্বাস নিলেন, যার ফলে মসজিদের প্রায় ত্রিশটি (৩০) প্রদীপ নিভে গেল। তারপর তিনি মাথা তুলে বললেন: “আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। হে গরীবেরা! যখন দয়ার আলো মৃত হৃদয়ে ঝলসে ওঠে, তখন তারা আরাম ও শান্তিতে জীবন যাপন করে এবং প্রতিটি অন্ধকার তাদের জন্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।” এরপর তিনি একটি শ্বাস নিলেন, তখন সমস্ত প্রদীপের আলো ফিরে এলো। এরপর তিনি একটি আয়াতে সিজদার তাফসীর বর্ণনা করতে গিয়ে যখন সিজদা করলেন এবং লোকেরাও সিজদা করলো, তখন সন্যাসীরাও অপমানের ভয়ে লোকদের সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। তিনি সিজদায়

www.dawateislami.net

এভাবে দোয়া করলেন: “হে আল্লাহ! তুমি তোমার সৃষ্টির পরিকল্পনা এবং তোমার বান্দাদের মঙ্গল সম্পর্কে ভালো জানো। এই সন্যাসীরা মুসলমানদের পোশাক পরে মুসলমানদের সাথে তোমার দরবারে সিজদা করেছে। আমি তাদের বাহ্যিক রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছি, তাদের অভ্যন্তরীণ রূপ পরিবর্তন করার ক্ষমতা তোমার ছাড়া আর কারো নেই। আমি তাদেরকে তোমার দয়ার দস্তরখানায় বসিয়ে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে কুফরের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমানের আলোতে প্রবেশ করাও।” সন্যাসীরা তখনও সিজদা থেকে মাথা তোলেনি যে, তাদের ভিতর থেকে কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা দূর হয়ে গেল এবং তারা ইসলামে প্রবেশ করলো। (আর-রাওদুল ফায়েক, ১৬৩ পৃ:)

دُعائے ولی میں وہ تاثیر دیکھی   بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

দোয়ায়ে ওলী মে ওহ তা'ছির দেখি   বদলতী হাযারোঁ কি তাকদীর দেখি

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা আল্লাহ পাকের ওলীর শান দেখলেন? যিনি আল্লাহ পাকের দানকৃত ক্ষমতাবলে অমুসলিম লোকদের গায়ে মুসলমানদের পোশাকে তাদেরকে দেখে শুধু চিনতেই পারেননি, বরং তাদেরকে নিজেদের দোয়ার বরকতে ইসলামের গন্ডিতেও প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

এই ঘটনার মধ্যে সিজদার আয়াতের কথা উল্লেখ হয়েছে, আসুন! সিজদার আয়াত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং এর ফযীলত ও মাসায়িল পড়িঃ

www.dawateislami.net

সিজদার আয়াতকে আয়াতে সিজদা কেন বলা হয়?

সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে, এমনকি এর সিজদার অংশ শুনলে বা পড়লে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। এই কারণেই এটিকে সিজদার আয়াত এবং এই সিজদাকে সিজদায়ে তিলাওয়াত বলা হয়।[১]

(বাহারে শরীয়াত, ১/৭২৮, অংশ: ৪, সংক্ষেপিত)

সিজদার আয়াত দ্বারা কাফেরদের নসিহত

আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমের পারা ৩০, সূরা আল-ইনশিকাকের আয়াত নং ২১-এ ইরশাদ করেন: وَ اِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ ﴿۲۱﴾ **কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** আর যখন কুরআন পড়া হয়, সিজদা করে না।[২]

(পারা: ৩০, সূরা ইনশিকাক, আয়াত: ২১)

শান-এ নুযুল: যখন সূরা ইকরা-তে আয়াত "وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿۱۹﴾" নাযিল হলো, তখন রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াত পড়ে সিজদা করলেন, মুমিনরাও তাঁর সাথে সিজদা করলো, তবে কুরাইশ কাফেররা সিজদা করলো না। তখন তাদের এই কাজের মন্দতার জন্য এই আয়াত নাযিল হলো:

"وَاِذَا قُرِئَ عَلَیْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا یَسْجُدُوْنَ ﴿۲۱﴾"

১. এই আয়াত এবং এর পরে "শান-এ-নুযুল"-এ উল্লিখিত আয়াতটিও সিজদার আয়াতগুলির মধ্যে রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো তিলাওয়াত করে বা শোনে তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব।

২. এই পুস্তিকায় সম্পৃক্ত সকল আয়াতের অনুবাদ কানযুল ঈমান শরীফ থেকে নেয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

এবং বলা হলো যে, যখন কাফেরদের সামনে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদায়ে তিলাওয়াত করে না।

(তাফসীরে আহমদীয়া, সূরা ইনশিকাক, আয়াতের পাদটীকা: ২১, পৃ: ৭৩৮)

মুফাসসির কুরআন ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "কাফেররা যেহেতু অত্যন্ত পন্ডিত ছিল, তাই কুরআনে কারীম শোনার পর তাদের কাছে এটি ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না যে, তারা কুরআনে কারীমকে নিজেদের মতো করে আনতে অক্ষম বলে মেনে নিবে। যখন তারা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত সঠিক হওয়া এবং তার আদেশ ও নিষেধকৃত কাজসমূহে তার আনুগত্য ওয়াজিব হওয়াকে জানলো, তখন (তাদের উপর আবশ্যক ছিল যে, তারা নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ঈমান আনতো এবং তার আনুগত্য করতো। যেহেতু কাফেররা এমনটি করেনি, তাই) কুরআন শোনে সিজদা না করার কারণে আল্লাহ পাকের তাদের নিন্দা করার হক রয়েছে।"

(তাফসীরে কবীর, পারা ৩০, ইনশিকাক, তাহতাল আয়াত: ২১, ১১/১০৪)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতের আয়াত শ্রোতার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব এবং হাদিসে পাক থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আয়াতের পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যায়।

(তাফসীরে সিরাতে জিনান, পারা ৩০, সূরা ইনশিকাক, আয়াতের পাদটীকা: ২১, ১০/৫৯৪)

তিলাওয়াতে সিজদার কারণ

হযরত আল্লামা আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ কারী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লামা ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন: কুরআন মাজীদে যে চৌদ্দটি সিজদা রয়েছে, সেগুলোর কারণ নিম্নরূপ: ﴿১﴾ কিছু জায়গায় সিজদাকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

﴿২﴾ কিছু জায়গায় সিজদা অস্বীকারকারীদের মন্দতা বর্ণনা করা হয়েছে। ﴿৩﴾ কিছু জায়গায় সিজদার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং ﴿৪﴾ কিছু জায়গায় সিজদা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ২/৮০৯)

ভিড় জমে যেত

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: "নবী পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদার আয়াত পড়তেন, আমরা তাঁর কাছে থাকতাম, তখন আমরা তাঁর সাথে সিজদা করতাম, ভিড় জমে যেত, এমনকি আমাদের মধ্যে কেউ তার কপাল রাখার জন্য জায়গা পেত না যে, সেটার উপর সে সিজদা করবে।" (বুখারী, ১/৩৭০, হাদিস: ১০৭৯)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেছেন: "সিজদার আয়াত পড়লে সিজদা ওয়াজিব হয় এবং শুনলে ওয়াজিব হয়, আর এটি যে, সিজদা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই সাহাবায়ে কিরাম ভিড় করে এই সিজদা আদায় করতেন।" (মিরআতুল মানাজিহ, ২/১৫২)

শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায়

সিজদাকারীকে দেখে শয়তান হতাশ হয়ে যায় যে, হায় আফসোস! সিজদার বরকতে সে তো জান্নাতে চলে যাবে আর আমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবো! এই প্রসঙ্গে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মূল্যবান বাণী হলো: "যখন মানুষ সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালায় এবং বলে: আফসোস! মানুষকে সিজদার আদেশ করা হলো, সে সিজদা করলো এবং সে জান্নাত পেলো, আমাকে সিজদার আদেশ করা হলো, আমি অস্বীকার করলাম আর আমি জাহান্নাম পেলাম।"

(মুসলিম, ৫৮ পৃ:, হাদিস: ২৪৪)

www.dawateislami.net

এখানে কোন সিজদা উদ্দেশ্য?

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসে পাকের অধীনে বলেন: মানুষকে সিজদায়ে তিলাওয়াত করতে দেখে শয়তান আফসোস করতে করতে সেখান থেকে পালিয়ে যায়, যেহেতু এই সিজদা সালাতের সিজদা ছাড়া অন্য সিজদা এবং শয়তান যে সিজদা অস্বীকার করেছিল সেটিও সালাতের সিজদা ব্যতীত অন্য প্রকারের সিজদা ছিল, তাই সে এই (অর্থাৎ তিলাওয়াতের) সিজদা দেখে আফসোস করে, সালাতের সিজদা দেখে নয়, কারণ সে সালাতের সিজদা তো নিজেও করতে থাকতো। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৮৩)

শাহজাদায়ে আলা হযরত, মুফতিয়ে আযম হিন্দ মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

واسطہ یہ اس نور کا تھا　　حضرتِ اِنساں قبلہ بنا
سارے فرشتوں نے سجدہ　　پیشِ صَفِیُّ اللہ کیا
لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اٰمَنَّا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ

ওয়াস্তা ইয়ে উস নূর কা থা　　হযরত ইনসাঁ কিবলা বনা
সা-রে ফিরিশতো নে সিজদা　　পেশে সফিউল্লাহ কিয়া
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আ-মান্না বি-রাসূলিল্লাহ। (সামানে বখশিশ, ৪৪ পৃ:)

বৃক্ষ আয়াতে সিজদা করেছে

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হারমলা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন যে, আমি (তাবেয়ী বুযুর্গ) হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামায এবং দিনের আমলগুলো ভালোভাবে স্মরণ করে নিয়েছিলাম।

www.dawateislami.net

রাতের আমল সম্পর্কে আমি তার গোলামকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে জানালো যে, হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতি রাতে সূরা "صٓ وَالْقُرْاٰنِ" তিলাওয়াত করতেন। আমি বিশেষভাবে এই সূরাটি পড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "একবার কোনো আনসারী একটি গাছের কাছে এই সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন, যখন সিজদার আয়াতে পৌঁছে সিজদা করলেন, তখন গাছটিও সিজদা করলো। আনসারী গাছ থেকে এই আওয়াজ শুনলেন: হে আল্লাহ পাক! আমাকে এই সিজদার বিনিময়ে প্রতিদান দান করো, আমার থেকে গুনাহের বোঝা দূর করে দাও, আমাকে কৃতজ্ঞতার নেয়ামত দান করো এবং আমার এই সিজদা কবুল করো, যেমনিভাবে তুমি তোমার বিশেষ বান্দা হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর সিজদাকে কবুল করেছ।" (হুলিয়াতুল আউলিয়া, ২/১৮৮, হাদিস: ১৮৮৬)

রাতে সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং দোয়ায়ে মুস্তফা ﷺ

সকল মুসলিমের আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বর্ণনা করেন যে, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রাতে কুরআনের সিজদাতে পড়তেন: سَجَدَ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ خَلَقَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَقُوَّتِهٖ

অর্থাৎ আমার সত্তা তাকে সিজদা করেছে যিনি এটিকে সৃষ্টি করেছেন এবং নিজের শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে এর কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন। (তিরমিযী, ২/৯৭, হাদিস: ৫৮০)

নামাযে সিজদায়ে তিলাওয়াত এলে কী পড়বেন?

যদি নামাযের মধ্যে সিজদায়ে তিলাওয়াত করা হয় এবং নামায ফরয হয়, তাহলে তাতে سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی পড়বে। আর যদি নফল নামাযে

www.dawateislami.net

সিজদা করা হয়, তাহলে এটি অথবা হাদিসে পাকে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়তে পারবে। যেমন:

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ اٰمَنْتُ، وَلَكَ اَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ،
وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য সিজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার অনুগত হলাম। আমার সত্তা তাকে সিজদা করলো যিনি এটিকে সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দান করেছেন এবং এর কান ও চোখ সৃষ্টি করেছেন। বরকতপূর্ণ আল্লাহ, যিনি সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা। (মুসলিম, ৩০৪ পৃ:, হাদিস: ১৮১২) অথবা এটি পড়বে:

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ عِنْدَكَ بِهَا اَجْرًا وَّضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَّاجْعَلْهَا
لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ

অনুবাদ: হে আল্লাহ (পাক)! এই সিজদার কারণে তোমার কাছে আমার জন্য সাওয়াব লিখে দাও এবং আমার থেকে গুনাহের বোঝা দূর করো, আর এই সাওয়াবকে আমার জন্য তোমার কাছে সঞ্চিত রাখো এবং আমার থেকে এটি কবুল করো, যেমনিভাবে তুমি তোমার বান্দা হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর কাছ থেকে কবুল করেছ। (শরহে জামে তিরমিযী, ৪/৩৯৬) হযরত আল্লামা ইবনুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন যে, সিজদায়ে তিলাওয়াতে এই দোয়া পড়া মাসনুন। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/১২১) অথবা এটি বলবে:

سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "পবিত্রতা আমাদের প্রতিপালকের জন্য, নিঃসন্দেহে, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবারই ছিল।"

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১০৮)

www.dawateislami.net

নামাযের বাইরে সিজদায়ে তিলাওয়াতে কী পড়বেন?

যদি নামাযের বাইরে হয়, তাহলে এই (অর্থাৎ উপরে বর্ণিত দোয়াগুলো) অথবা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও তাবেঈন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن থেকে বর্ণিত দোয়াগুলো পড়বে। যেমন, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সিজদাতে এই দোয়াটি পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِیْ وَبِكَ اٰمَنَ فُؤَادِیْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ عِلْمًا یَّنْفَعُنِیْ وَعَمَلًا یَّرْفَعُنِیْ

অনুবাদ: হে আল্লাহ পাক! আমার শরীর তোমাকে সিজদা করেছে এবং আমার অন্তর তোমার উপর ঈমান এনেছে। হে আল্লাহ পাক! তুমি আমাকে উপকারী জ্ঞান এবং মর্যাদা দানকারী আমল দান করো।

(শরহে জামে তিরমিযী, ৪/৩৯৬)

সিজদায়ে তিলাওয়াতে এই আয়াত পড়াও উত্তম:

سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "পবিত্রতা আমাদের প্রতিপালকের জন্য, নিঃসন্দেহে, আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবারই ছিল।" **(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১০৮)** কারণ আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে তার ওলীদের সম্পর্কে এই দোয়ার মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন।

(ফাতহুল কাদির, ১/৪৭৭। মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/১২০)

তিলাওয়াতের প্রতি আগ্রহ এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত

নকশবন্দী সিলসিলার মহান শায়খ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফরে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করতেন, কখনও কখনও তিন-চার পারা পর্যন্তও পূর্ণ করতেন। এই সময় সিজদার আয়াত এলে তিনি বাহন থেকে নেমে সিজদায়ে তিলাওয়াত করতেন। **(জুবদাতুল মাকামাত, পৃ: ২৭০**

www.dawateislami.net

সংক্ষেপে) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সিজদা করার আগে কান্না করুন

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "যখন তোমরা আল্লাহ পাকের জন্য সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করো, তখন সিজদা করতে তাড়াহুড়ো করো না যতক্ষণ না তোমরা কাঁদতে শুরু করো। যদি তোমাদের কারো চোখ না কাঁদে, তাহলে তার অন্তর যেন কাঁদে।" (ইহইয়াউল উলুম, ১/৩২৮)

رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ذِکرِ محبت عام ہے لیکن، سوزِ محبت عام نہیں

রোনে ওয়ালে আঁখে মাঙ্গো, রোনা সব কা কাম নেহী
যিকরে মুহাব্বত আম হে লেকিন, সোযে মুহাব্বত আম নেহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সিজদায়ে তিলাওয়াতের ৬০টি মাসায়িল

দ্বীনি মাসায়িলের প্রতি আগ্রহী এবং সিজদায়ে তিলাওয়াতের বিভিন্ন মাসায়িল এক জায়গায় একত্রিত করার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি) থেকে সিজদায়ে তিলাওয়াতের প্রায় ৬০টি মাসায়িল পেশ করা হলো। এর মধ্যে কিছু মাসায়িল প্রশ্নোত্তর আকারেও আছে। খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন এবং যদি কোনো মাসয়ালা বুঝতে না পারেন, আপনার নিকটস্থ কোনো আশিকে রাসূল মুফতীয়ে ইসলাম বা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের সাথে ফোন করে বুঝে নিন।

www.dawateislami.net

যোগাযোগের নম্বর: ০৩১১-৭৮৬৪১০০

দ্রষ্টব্য: যোগাযোগের সময়: সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৪টা (রবিবার ব্যতীত) নামায ও খাবারের বিরতি: দুপুর ১টা থেকে ২টা।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করার এবং অন্যদের শেখানোর তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সিজদায়ে তিলাওয়াত কখন ওয়াজিব হয়?

১. সিজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৮, অংশ: ৪)

২. ফার্সি বা অন্য কোনো ভাষায় (যদি) আয়াতের অনুবাদ পড়া হয়, তাহলে পাঠক এবং শ্রোতা উভয়ের উপর সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। শ্রোতা এটি বুঝে থাকুক বা না থাকুক যে এটি সিজদার আয়াতের অনুবাদ ছিল। তবে, যদি সে না জানে তবে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এটি সিজদার আয়াতের অনুবাদ ছিল। আর যদি (সিজদার) আয়াত পড়া হয় তবে শ্রোতাকে সিজদার আয়াত হওয়া সম্পর্কে জানানোর প্রয়োজন নেই। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩০, অংশ: ৪)**

৩. পড়ার শর্ত হলো, এতটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন কোনো অপারগতা না থাকলে সে নিজে শুনতে পায়।

৪. শ্রোতার জন্য এটি জরুরি নয় যে সে ইচ্ছা করে শুনেছে, অনিচ্ছাকৃতভাবে শুনলেও সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৮, অংশ: ৪)

৫. যদি এতটুকু আওয়াজে আয়াত পড়া হয় যে সে শুনতে পারতো কিন্তু কোলাহল বা বধিরতার কারণে শুনতে পারেনি, তাহলে সিজদা ওয়াজিব

www.dawateislami.net

হয়ে যাবে। আর যদি শুধুমাত্র ঠোঁট নড়েছে কিন্তু আওয়াজ উৎপন্ন হয়নি, তাহলে ওয়াজিব হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৮, অংশ: ৪)

৬. সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ আয়াত পড়া জরুরি নয়, বরং যে শব্দে সিজদার উপাদান (অর্থাৎ শব্দ) পাওয়া যায় এবং তার সাথে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো শব্দ মিলিয়ে পড়া যথেষ্ট।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৮, অংশ: ৪)

সিজদায়ে তিলাওয়াতের পদ্ধতি

৭. সিজদার মাসনুন পদ্ধতি হল, দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতে বলতে সিজদায় যাওয়া এবং কমপক্ষে তিনবার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى বলা, তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতে বলতে দাঁড়িয়ে যাওয়া। প্রথমে ও পরে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলা সুন্নাত এবং দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়া ও সিজদার পর দাঁড়ানো এই দুটি কিয়াম মুস্তাহাব। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩১, অংশ: ৪)

৮. সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলার সময় না হাত ওঠাতে হয় আর না তাতে তাশাহুদ (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাত) আছে, না সালাম।

(তানভীরুল আবসার মা'আ রদ্দিল মুহতার, ২/৭০০) (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৩, অংশ: ৪)

৯. এর নিয়্যতে এই শর্ত নেই যে, এটি অমুক আয়াতের সিজদা, বরং সাধারণভাবে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যত যথেষ্ট।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২/৬৯৯) (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩১, অংশ: ৪)

১০. সিজদার আয়াত নামাযের বাইরে পড়া হলে সাথে সাথে সিজদা করা ওয়াজিব নয়, তবে সাথে সাথে করা উত্তম। আর ওযু থাকলে বিলম্ব করা মাকরুহে তানযিহী। (দুররে মুখতার, ২/৭০৩) (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৩, অংশ: ৪)

www.dawateislami.net

ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উৎসাহ

আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামাযে এবং নামাযের বাইরে সিজদায়ে তিলাওয়াত করার ব্যাপারে "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফ" এ অত্যন্ত সুন্দর কথা বলেছেন। এর সারাংশ সহজ ভাষায় পেশ করা হলো: নামাযের মধ্যে যে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা ওয়াজিব, তা সাথে সাথে করা ওয়াজিব। এমনকি দুই-তিন আয়াতের বেশি বিলম্ব করাও গুনাহ। আর নামাযের বাইরেও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুনাহ থেকে বাঁচার সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি হলো, সাথে সাথে আদায় করা, যখন কোনো অপারগতা না থাকে। লোকেরা মনে করে যে পরে করে নিবে, তারপর ভুলে যায়, যেমন আরবী প্রবাদ আছে: وَفِي التَّاخِيْرِ اٰفَاتٌ (অর্থাৎ দেরি করার মধ্যে ক্ষতি আছে)। এই কারণেই ওলামায়ে কিরাম নামাযের বাইরে সিজদায়ে তিলাওয়াতের বিলম্বকে মাকরুহে তানযিহী বলেছেন, কিন্তু এটি নাজায়িয নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/২৩৩)

১১. সেই সময় যদি কোনো কারণে সিজদা করতে না পারে, তাহলে তিলাওয়াতকারী এবং শ্রোতার জন্য এটি বলা মুস্তাহাব:

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ؕ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۵﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমরা শুনলাম এবং মানলাম, তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের রব এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫) (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৩, অংশ: ৪) (রদ্দুল মুহতার, ২/৭০৩)

১২. পুরো সূরা পড়া অথচ সিজদার আয়াত ছেড়ে দেওয়া মাকরুহে তাহরীমি। আর শুধু সিজদার আয়াত পড়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা

www.dawateislami.net

নেই, তবে উত্তম হলো এর আগের বা পরের দুই-একটি আয়াত মিলিয়ে পড়া। (দুররে মুখতার, ২/৭১৭)

১৩. ইমাম সিজদার আয়াত পড়লেন কিন্তু সিজদা করেননি, তাহলে মুক্তাদীও সিজদা করবে না বরং ইমামের অনুসরণ করবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৯, অংশ: ৪)

১৪. কোনো নারী নামাযে সিজদার আয়াত পড়ল, কিন্তু সিজদা করার আগেই নামাযে তার হায়েয শুরু হয়ে গেল, তাহলে নামায ভেঙ্গে গেল এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত মাফ হয়ে গেল। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩০, অংশ: ৪)

১৫. আয়াতের বানান বা বানান শোনার কারণে সিজদা ওয়াজিব হবে না, কারণ এক এক করে অক্ষর পড়া বা শোনাকে কুরআন পড়া বা শোনা বলা হয় না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩০, অংশ: ৪)

১৬. একইভাবে, যদি কোনো পাখি, যেমন টিয়া, সিজদার আয়াত পড়ে, তাহলে শ্রোতার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে না।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩০, অংশ: ৪)

১৭. অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি সিজদার আয়াত পাঠ করে এবং তার শব্দ খোলা জায়গায় যেমন জঙ্গল ইত্যাদিতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে অথবা পাহাড় ইত্যাদি কোনো বস্তুর সাথে টক্কর লেগে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে এবং সেই প্রতিধ্বনিতে সিজদার আয়াতের শব্দগুলো সম্পূর্ণ সঠিকভাবে শোনা যায়, তাহলেও শ্রোতার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩০, অংশ: ৪)

১৮. যদি সিজদার আগে বা পরে না দাঁড়ায় অথবা সিজদায় যাওয়ার জন্য তাকবীর অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ না বলে অথবা সিজদায় তাসবীহ না পড়ে, তাহলেও সিজদা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু তাকবীর ছাড়া উচিত নয়,

www.dawateislami.net

কারণ এমন করা বুযুর্গানে দ্বীনের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) পদ্ধতির পরিপন্থী। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩১, অংশ: ৪)

১৯. একাকী ব্যক্তি সিজদা করলে তাকবীর এতটুকু উচ্চস্বরে বলা সুন্নাত যেন সে নিজের কান দিয়ে শুনতে পায় এবং যদি অন্যরাও তার সাথে সিজদা করে তাহলে তাকবীর এতটুকু উচ্চস্বরে বলা মুস্তাহাব যে তারাও শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩২, অংশ: ৪)

২০. নামাযে সিজদার আয়াত পড়লে তার সিজদা সেই নামাযে দ্রুত করা ওয়াজিব। বিলম্ব করলে সে গুনাহগার হবে। বিলম্ব করার অর্থ হলো সিজদার আয়াতের পর তিন আয়াতের বেশি পড়ে নেওয়া; এর চেয়ে কম পড়লে তাকে সিজদায় বিলম্ব করা বলা হবে না। তবে যদি সিজদার শব্দগুলো সূরার শেষে থাকে, যেমন পারা ৩০-এর সূরা আল-ইনশিকাকে, তাহলে এর পরের চারটি আয়াতও পূর্ণ করে সিজদা করলে কোনো ক্ষতি নেই। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৩, অংশ: ৪)

২১. যদি নামাযে সিজদায়ে তিলাওয়াত করতে ভুলে যায় এবং সালাম ফিরিয়ে নেয়, তাহলে যতক্ষণ নামাযের পবিত্রতা বজায় থাকে অর্থাৎ যে কাজগুলো নামাযের পরিপন্থী, সেরকম কাজ এখনও করেনি, ততক্ষণ মনে পড়ার সাথে সাথে সিজদায়ে তিলাওয়াত করে নিবে এবং এরপর সিজদায়ে সাহু করে পুনরায় আত্তাহিয়্যাতু পড়ে এরপর নামাযের সালাম ফিরাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৩, অংশ: ৪)

২২. যদি সিজদার আয়াতের পর তিন আয়াতের বেশি পড়ার আগে রুকু করে নামাযের সিজদা করে নেয়, তাহলে এই সিজদা দ্বারা সিজদায়ে তিলাওয়াতও আদায় হয়ে যাবে, যদিও সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যত না করে থাকে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৩, অংশ: ৪)

www.dawateislami.net

২৩. যদি সিজদার আয়াত সূরার মাঝখানে থাকে, তাহলে উত্তম হল সামনের আয়াতগুলো পড়ার আগে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা, তারপর সামনের আয়াতগুলো পড়ে রুকু করা। তবে, যদি সিজদার আয়াত পড়ার সাথে সাথে সিজদায়ে তিলাওয়াত করার আগে রুকু করে নেয় এবং সেই রুকুর মধ্যে সিজদায়ে তিলাওয়াতেরও নিয়্যত করে নেয়, তাহলে সেই রুকু দ্বারাই সিজদায়ে তিলাওয়াতও আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সিজদায়ে তিলাওয়াত না করে এবং সাথে সাথে রুকুও না করে, বরং সামনের আয়াতগুলো পড়ে সূরা শেষ করে, তাহলে এখন রুকুতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যত করতে পারবে না, বরং এখন সিজদা করাই জরুরি। অতএব, যতক্ষণ নামাযে থাকবে, সিজদায়ে তিলাওয়াত করে নিবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৪, অংশ: ৪)

২৪. যদি সিজদা সম্বলিত আয়াতের পর সেই সূরার দুই-তিনটি আয়াত অবশিষ্ট থাকে, তাহলে সিজদার আয়াত পড়েই তৎক্ষণাৎ সিজদায়ে তিলাওয়াত করে নিবে, এরপর অবশিষ্ট আয়াতগুলো পড়বে, অথবা তৎক্ষণাৎ রুকু এবং তারপর নামাযের সিজদা করে নিবে। একইভাবে, এই বিকল্পও রয়েছে যে, প্রথমে অবশিষ্ট আয়াতগুলো পড়ে নিবে, তারপর রুকু এবং নামাযের সিজদা করে নিবে (কারণ এই উভয় পরিস্থিতিতে নামাযের সিজদা দ্বারাই সিজদায়ে তিলাওয়াতও আদায় হয়ে যাবে) অথবা চাইলে রুকুর পরিবর্তে সিজদায়ে তিলাওয়াত করবে, তারপর উঠে অন্য সূরার কিছু আয়াত পড়ে রুকু করবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৪, অংশ: ৪)

২৫. রুকুতে যাওয়ার সময় এই রুকু দ্বারা সিজদায়ে তিলাওয়াতও আদায় হয়ে যাওয়ার নিয়্যত করেনি, বরং রুকুতে পৌঁছার পর বা রুকু থেকে

www.dawateislami.net

ওঠার পর নিয়্যত করেছে, তাহলে এই রুকু দ্বারা সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হবে না, বরং এখন সিজদায়ে তিলাওয়াত করাই আবশ্যক হবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৪, অংশ: ৪)

২৬. জাহরী (অর্থাৎ উচ্চস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট) নামাযে ইমাম সিজদার আয়াত পড়লে সিজদা করা উত্তম, যাতে মুক্তাদীরাও সিজদা করতে পারে। আর সিররী (অর্থাৎ নিচুস্বরে কিরাআত বিশিষ্ট) নামাযে ইমামের সিজদা না করা উত্তম, যাতে মুক্তাদীদের ভুল বুঝাবুঝি না হয়। বরং সিজদার আয়াত পড়ার পর সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যত না করে তৎক্ষণাৎ রুকু এবং তারপর নামাযের সিজদা করে নিবে, যাতে এই পদ্ধতিতে মুক্তাদীদেরও সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৫, অংশ: ৪)

২৭. ইমাম সিজদায়ে তিলাওয়াত করলেন আর মুক্তাদী রুকু মনে করে রুকুতে চলে গেলেন, তখন নির্দেশ হলো যে, রুকু সম্পন্ন না করেই দ্রুত সিজদাতে চলে যাবেন এবং একটিই সিজদা করবেন। কিন্তু যদি কোনো মুক্তাদী রুকু এবং দুটি সিজদা করে নেয়, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৫, অংশ: ৪)

২৮. নামাযী সিজদায়ে তিলাওয়াত ভুলে গেল এবং রুকু বা সিজদা বা ক্বা'দাতে স্মরণ হলো, তখন সাথে সাথে সিজদা করে নিবে। এরপর সিজদায়ে তিলাওয়াতের পূর্বে যে রুকনে ছিল, তা পুনরায় আদায় করবে এবং যদি পুনরায় আদায় না করে, তখনও নামায হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৫, অংশ: ৪) কিন্তু যদি নামাযের শেষ ক্বা'দাতে ছিল এবং তখন সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করে, তাহলে ক্বা'দা পুনরায় করা ফরয হবে, কারণ সিজদা করার দ্বারা ক্বা'দা বাতিল হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

২৯. একই মজলিসে সিজদার একটি আয়াত বারবার পড়লে বা শুনলে একটিই সিজদা ওয়াজিব হবে, যদিও তা কয়েকজনের কাছ থেকে শুনে থাকুক। একইভাবে, যদি আয়াত পড়ে এবং সেই আয়াত অন্যের কাছ থেকে শুনে, তখনও একটিই সিজদা ওয়াজিব হবে।

(দুররে মুখতার ও রদ্দিল মুহতার, ২/৭১২)

৩০. এক মজলিসে থাকার এবং মজলিস পরিবর্তন হওয়ার বিবরণ হল এই যে, আয়াত পড়ার পর এক-দু' লুকমা খাবার খাওয়া, এক-দু' চুমুক পানি পান করা, বসে থাকলে দাঁড়িয়ে যাওয়া বা এক-দু' কদম চলা, সালামের জবাব দেওয়া, এক-দু' কথা বলা, ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে চলে যাওয়া দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হবে না। তবে যদি ঘর বড় হয় যেমন শাহী মহল, তাহলে এমন ঘরে এক কোণ থেকে অন্য কোণে যাওয়া দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়ে যাবে। নৌকায় থাকলে এবং নৌকা চললে মজলিস পরিবর্তন হবে না, ট্রেনের ক্ষেত্রেও একই বিধান হওয়া উচিত। পশুর পিঠে বা কোনো বাহনে সওয়ার থাকলে এবং সেটি চললে মজলিস পরিবর্তন হতে থাকবে। তবে, যদি পশু বা বাহনে নামায পড়ে, তাহলে মজলিস পরিবর্তন হবে না, বরং এক নামাযের সময় মজলিস একই থাকবে। তিন লুকমা খাবার খাওয়া, তিন চুমুক পানি পান করা, তিনটি কথা বলা (অর্থাৎ তিনটি বিষয়ে কথা বলা), মাঠে তিন কদম চলা, বিবাহ বা ক্রয়-বিক্রয় করা, শুয়ে ঘুমানো দ্বারা মজলিস পরিবর্তন হয়ে যাবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৬, অংশ: ৪)

৩১. যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত পড়ছে সে যদি বিভিন্ন মজলিসে একই আয়াত বারবার পড়ে কিন্তু শ্রোতা যদি প্রতিবার একই মজলিসে শুনে

www.dawateislami.net

থাকে তাহলে যে পড়ছে তার উপর যতবার সে বিভিন্ন মজলিসে পড়েছে ততবার সিজদা ওয়াজিব হবে আর যে শুনছে তার উপর একটি সিজদা ওয়াজিব হবে। আর যদি এর উল্টোটা হয় অর্থাৎ যে পড়ছে সে যদি একই মজলিসে বারবার পড়তে থাকে আর যে শুনছে সে যদি বিভিন্ন মজলিসে শুনে থাকে তাহলে যে পড়ছে তার উপর একটি সিজদা ওয়াজিব হবে আর যে শুনছে তার উপর যতবার সে বিভিন্ন মজলিসে শুনেছে ততবার সিজদা ওয়াজিব হবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৫, অংশ: ৪)

৩২. মজলিসে আয়াত পড়লো বা শুনলো এবং সিজদা করলো, তারপর সেই মজলিসেই সেই আয়াত আবার পড়লো বা শুনলো, তাহলে সেই প্রথম সিজদাই যথেষ্ট। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৫, অংশ: ৪)**

৩৩. এক মজলিসে একই সিজদার আয়াত কয়েকবার পড়লে বা শুনলে, শেষে একটি সিজদাই যথেষ্ট। এর পরিবর্তে যতবার আয়াতটি পড়া হয়েছিল ততবার সিজদা করা মুস্তাহাবের পরিপন্থী। তবে দরুদ শরীফের মাসয়ালা এর থেকে আলাদা। সেটি হল, যদি এক মজলিসে নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম বারবার নেওয়া হয় বা বারবার শোনা হয়, তাহলে দরুদ শরীফ একবার পড়া ওয়াজিব এবং বারবার পড়া মুস্তাহাব। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৬, অংশ: ৪)**

৩৪. এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা বা কুরআন, তাসবীহ বা কালেমা পড়া বা দরস ও বয়ানে ব্যস্ত থাকা দ্বারা মজলিস বদলাবে না। তবে যদি এর মধ্যে কোনো দুনিয়াবী কাজ যেমন কাপড় সেলাই করা ইত্যাদি করা হয়, তাহলে মজলিস বদলে যাবে।

(রদ্দুল মুহতার, ২/, ৭১৬। বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৭, অংশ: ৪)

www.dawateislami.net

৩৫. এক রাকাতে বারবার একই সিজদার আয়াত পড়লে একটি সিজদাই যথেষ্ট, হোক সিজদা কয়েকবার আয়াত পড়ার পর একবার করা হয়েছে অথবা একবার পড়ে সিজদা করে নেওয়া হয়েছে এবং এরপর আবার সেই আয়াত বারবার পড়া হয়েছে। একইভাবে যদি এক নামাযে (অর্থাৎ সালাম ফেরানোর আগ পর্যন্ত) বিভিন্ন রাকাতে একই সিজদার আয়াত পড়া হয়, তাহলেও একটি সিজদাই যথেষ্ট।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৭, অংশ: ৪)

৩৬. নামাযে সিজদার আয়াত পড়লো এবং সিজদা করলো এরপর সালাম ফেরানোর পর একই মজলিসে সেই একই আয়াত দ্বিতীয়বার পড়ল তখন যদি সালাম ফেরানোর পর নামাযের পরিপন্থী কোন কাজ করে যেমন কারো সাথে কথা বলেনি তবে সে-ই সিজদা বিশিষ্ট নামায সেটারও স্থলাভিষিক্ত দ্বিতীয়বার সিজদা ওয়াজি নয় কিন্তু যদি অন্য কারো সাথে কথা বলে ফেলে তাহলে দ্বিতীয় সিজদা করবে আর যদি নামাযে আয়াতে সিজদা পড়ার পর সিজদা না করে তাহলে সেইবারও সালাম ফেরানোর পর পড়ে তবে একটি সিজদা করবে, নামাযের সিজদাটি মাফ হয়ে গেল। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৭, অংশ: ৪)**

৩৭. নামাযের বাইরে সিজদার আয়াত পড়লো এবং সেটার সিজদা করে নামায শুরু করলো এবং তারপর নামাযেও সেই সিজদার আয়াত পড়লো, তাহলে সেটার জন্য পুনরায় সিজদা করবে। আর যদি নামাযের আগে সিজদায়ে তিলাওয়াত না করে থাকে, তাহলে এই নামাযে করা সিজদা সেই প্রথম সিজদার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো, নামাযের আগে সিজদার আয়াত পড়া এবং নামায শুরু করার মাঝে নামাযের পরিপন্থী কোনো কাজ করা হয়নি।

www.dawateislami.net

এছাড়া যদি নামাযের আগে সিজদায়ে তিলাওয়াত না করে এবং নামাযেও না করে এবং নামায পূর্ণ করে নেয়, তাহলে এখন এই উভয় সিজদা আদায় হবে না এবং এমন যে করবে সে গুনাহগারও হবে, সুতরাং সে তাওবা করবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৭, অংশ: ৪)

৩৮. এক মজলিসে সিজদায়ে তিলাওয়াতের বিভিন্ন আয়াত পড়লে প্রতিটি আয়াতের বদলে আলাদা আলাদা সিজদা ওয়াজিব হবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৭, অংশ: ৪)

৩৯. মিম্বরে সিজদার আয়াত পড়লে নিজের উপর এবং শ্রোতাদের উপর সিজদা ওয়াজিব হবে। আর যারা শুনেনি তাদের উপর ওয়াজিব নয়।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৮, অংশ: ৪)

৪০. বিনা কারণ বা হেতুতে করা সিজদা, যেমন অধিকাংশ সাধারণ মানুষ নামায পড়ার পর অকারণে সিজদা করে, এতে না সাওয়াব আছে, না মাকরুহ। তবে যদি এটিকে সুন্নাত বা ওয়াজিব মনে করে করা হয়, তাহলে মাকরুহ হবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৯, অংশ: ৪)

৪১. জুমা ও দুই ঈদের নামাযে এবং সিররী (অর্থাৎ আস্তে ক্বিরাত বিশিষ্ট) নামাযে, এবং যে নামাযের জামায়াতে বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে, এমন নামাযে ইমামের জন্য সিজদার আয়াত পড়া মাকরুহ। হ্যাঁ, যদি সিজদার আয়াতের পরপরই রুকু করে নেয় এবং রুকুতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যত না করে, তাহলে মাকরুহ নয়। কারণ এই অবস্থায় নামাযের সিজদা দ্বারা ইমাম ও মুক্তাদী সকলের সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৮, অংশ: ৪)

৪২. জমিনে সিজদার আয়াত পড়লো, তাহলে সেই সিজদা বাহনের উপর করতে পারবে না। তবে যদি কোনো ভয়ের কারণে সিজদা করার আগে বাহনের উপর আরোহণ করে, তাহলে এমন অবস্থায় সে সেই

www.dawateislami.net

সিজদা বাহনের উপর করতে পারবে। একইভাবে যদি সিজদার আয়াত বাহনের উপরই পড়া হয়, তাহলে সেই সিজদা সফরের অবস্থায় বাহনের উপর করতে পারবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৮, অংশ: ৪)

৪৩. রোগের কারণে সিজদা করার শক্তি না থাকলে ইশারায় সিজদায়ে তিলাওয়াত করলে সিজদা আদায় হয়ে যাবে। একইভাবে সফরে বাহনে বসে সিজদার আয়াত পড়লে সেই বাহনে বসেই ইশারায় সিজদা করলেও সিজদা আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৮, অংশ: ৪)

৪৪. এক ব্যক্তি সিজদার আয়াত পড়ল, কিন্তু পাশে থাকা অন্য ব্যক্তি কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আয়াতটি শুনল না, তখন অধিকতর সঠিক হলো যে, তার উপর সিজদা ওয়াজিব নয়। তবে অনেক আলেম বলেন যে, যদিও সে আয়াতটি শুনেনি, তবুও তার উপর সিজদা ওয়াজিব।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৮, অংশ: ৪)

৪৫. ছাত্র যদি সিজদার আয়াত পড়ে এবং শিক্ষক শুনে, অথবা শিক্ষক পড়ায় এবং ছাত্র পড়ে, আর উভয়ই নাবালিগ হয়, তাহলে উভয়ের উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে না, তবে করে নেওয়া উত্তম। আর যদি তাদের মধ্যে একজন বালিগ হয়, তাহলে শুধু বালিগের উপর ওয়াজিব হবে, সে নিজেই সিজদার আয়াত পড়ুক বা অন্যের কাছ থেকে শুনুক। আর যদি উভয়ই বালিগ হয়, তাহলে পাঠক এবং শ্রোতা উভয়ের উপর সিজদা করা ওয়াজিব হবে।

(ফতোওয়ায়ে ফয়যুর রসূল, ১/৩৯১)

৪৬. হায়েয অবস্থায় নারী কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনতে পারবে। নিষেধাজ্ঞা কেবল কুরআন মাজীদ পড়া বা বিনা আড়ালে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে, শোনার ক্ষেত্রে কোথাও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এছাড়া, হায়েয অবস্থায় কোনো নারী যদি সিজদার আয়াত শুনে, তাহলে তার

www.dawateislami.net

উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয় না। কারণ সিজদার আয়াত পাঠক বা শ্রোতার উপর সিজদা তখনই ওয়াজিব হয়, যখন সে নামাযের ওয়াজিব হওয়ার যোগ্য হয়। আর হায়েয অবস্থায় নারী নামাযের ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতা রাখে না, অর্থাৎ তার উপর এই দিনগুলোতে নামায ফরয হয় না এবং পরেও কাযা আবশ্যক হয় না।" বাহারে শরীয়ত" এ সদরুশ শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নারীর জন্য কুরআন মাজীদ পড়া দেখে, বা মুখে মুখে পড়া এবং তা স্পর্শ করা, যদিও তার চামড়া বা কাপড় বা প্রান্ত হাত বা আঙ্গুলের ডগা বা শরীরের কোনো অংশ লেগে যায়, এই সবকিছু হারাম।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৩৭৯, অংশ: ২। মুখতাসার ফাতাওয়া আহলে সুন্নাত, পৃ. ৩১)

৪৭. নামাযে সিজদার আয়াত পড়লো এবং সিজদা করলো, তারপর নামাযের মধ্যেই ওযু ভেঙ্গে গেল এবং ওযু করে বেনা করলো (অর্থাৎ যেখান থেকে নামায ভেঙ্গেছিল, সেখান থেকেই পুনরায় শুরু করলো, যখন বেনার সকল শর্ত পালন করা হয়েছে), তারপর পুনরায় সেই সিজদার আয়াত পড়লো, তাহলে পুনরায় সিজদা ওয়াজিব নয়। তবে যদি বেনার পর সেই নামাযে অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সেই আয়াত শুনে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে, কিন্তু এই দ্বিতীয় সিজদা নামাযে করতে পারবে না বরং নামাযের পর করতে হবে। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৩৭, অংশ: ৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সবাই জেনে গেল যে তিনি তিলাওয়াত করছেন (ঘটনা)

বর্ণিত আছে যে, একজন বুযুর্গ কয়েকজন লোকের মাঝে বসে মনে মনে কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করছিলেন যাতে তাঁর এই নেক আমল কেউ জানতে না পারে। হঠাৎ যখন সিজদার আয়াতে পৌঁছলেন, তখন তিনি সবার সামনে সিজদা করলেন, যার ফলে সবাই জেনে গেল যে, তিনি কুরআনুল কারীম তিলাওয়াত করছিলেন।

(কুতুল কুলুব (উর্দু), ১/৪৪৮)। (কুতুল কুলুব, ১/১৬৫)

এটি ছিল সেই বুযুর্গের চরম তাকওয়ার অবস্থা যে, তিনি এটি সহ্য করেননি যে, সিজদার আয়াত পড়বেন আর আল্লাহর দরবারে সিজদা করবেন না। যদিও মনে মনে সিজদার আয়াত পড়লে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয় না, যেমন বাহারে শরীয়তে আছে: সিজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যায়। পড়ার শর্ত হলো এতটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন কোনো ওজর না থাকলে সে নিজে শুনতে পারে। যদি এতটুকু আওয়াজে আয়াত পড়া হয় যে সে শুনতে পারতো কিন্তু কোলাহল বা বধিরতার কারণে শুনতে পারেনি, তাহলে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর যদি শুধুমাত্র ঠোঁট নড়েছে কিন্তু আওয়াজ উৎপন্ন হয়নি, তাহলে ওয়াজিব হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৮, অংশ: ৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কে ১৩টি প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন: যদি কোনো বধির ব্যক্তি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহলে কি তার উপর সিজদা ওয়াজিব হবে?

উত্তর: যদি এতটুকু আওয়াজ ছিল যে, সে বধির না হলে শুনতে পেত, তাহলে সিজদা ওয়াজিব হয়ে যাবে, অন্যথায় নয়। ফতোওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে: যদি কোনো বধির ব্যক্তি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং বধির হওয়ার কারণে না শোনে (অর্থাৎ এতটুকু আওয়াজ ছিল যে, সে বধির না হলে শুনতে পেত), তাহলে তার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৩৩)

রেকর্ডকৃত তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত শুনলে কি সিজদা ওয়াজিব হবে?

প্রশ্ন: বাসে এয়ারফোনের মাধ্যমে রেকর্ড করা পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলাম, তাতে সিজদার আয়াত এলো, তাহলে কি মাথা নুইয়ে নিলেই সিজদা আদায় হয়ে যাবে?

উত্তর: রেকর্ড করা তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে না এবং মাথা নুইয়ে কোনো ফরম্যালিটি (**Formality**) করারও প্রয়োজন নেই। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪৮৫)**

চ্যানেলে সিজদার আয়াত শোনার বিধান

প্রশ্ন: মাদানী চ্যানেলের লাইভে যদি সিজদার আয়াত শোনা হয়, তাহলে কি সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে?

www.dawateislami.net

উত্তর: মাদানী চ্যানেল বা যেকোনো চ্যানেলে যদি **Live** (সরাসরি) সিজদার আয়াত শোনা হয়, তাহলে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে না। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/৪৯১)**

অনেকগুলো সিজদায়ে তিলাওয়াত একসাথে আদায় করার পদ্ধতি

প্রশ্ন: যদি কারো কয়েকটি সিজদায়ে তিলাওয়াত বাকি থাকে, তাহলে সেগুলো আদায় করার পদ্ধতি কী?

উত্তর: যতগুলো সিজদা বাকি আছে, সেগুলো আদায় করবে। اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সিজদা করবে, সিজদাতে তিনবার سُبْحٰنَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়বে। তারপর বসবে এবং আবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে একইভাবে করবে। এভাবে যতগুলো সিজদা আছে, সবগুলো পূর্ণ করবে। **(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৩৫)** সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য ওযু থাকা, কিবলামুখী হওয়া এবং স্থান পবিত্র হওয়া জরুরি। **(দুররে মুখতার ও রদ্দিল মুহতার, ২/৬৯৯)**

জাহরি নামাযে "আয়াতে সিজদা" তিলাওয়াত করা কেমন?

প্রশ্ন: আমি মসজিদের ইমাম এবং জাহরি নামাযে ধারাবাহিকতার সাথে কুরআন পাক শোনানোর সৌভাগ্য লাভ করছি। অনুগ্রহ করে বলুন, যেখানে যেখানে সিজদায়ে তিলাওয়াত আসে, সেখানে আমার কী করা উচিত?

উত্তর: যেখানে সিজদায়ে তিলাওয়াত আসবে, সেখানে আপনাকে সিজদা করতে হবে, কিন্তু আপনি যেহেতু সাধারণ নামাযে ধারাবাহিকভাবে কুরআনুল করীম পড়ছেন, যার কারণে মাঝে মাঝে সিজদার আয়াত

www.dawateislami.net

আসছে, অথচ সাধারণ মানুষ কেবল তারাবীতে সিজদায়ে তিলাওয়াত করতে অভ্যস্ত, তাই সাধারণ নামাযে আপনার সিজদায়ে তিলাওয়াত করা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না। (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:) আমি অনেক আগে কোনো আলেম সাহেবের কাছে একটি ঘটনা শুনেছিলাম যে, একজন নামায না পড়া ব্যক্তি ঈদের নামায পড়তে গিয়েছিল। তখন ঘটনাক্রমে নামাযে এমন কোনো সমস্যা দেখা দিল যার কারণে ইমাম সাহেবকে সিজদায়ে সাহু করতে হলো। সেই নামায না পড়া ব্যক্তি সিজদায়ে সাহু দেখে চমকে উঠল এবং ভাবতে লাগল যে, "জানি না! এটি কোন ফেরকা যারা একদিকে সালাম ফিরিয়ে আবার দুটি সিজদা করে!!" এই কারণে আমাদের সাধারণ মানুষের সাথে চলা উচিত। তবে, সিজদায়ে সাহুর বিধান নিজ স্থানে বহাল থাকবে। যদি আপনি সাধারণ নামাযে সিজদার আয়াত আসার পর সিজদায়ে তিলাওয়াত করেন, তাহলে হয়তো আপনার নিয়মিত নামাযীরা এটি জানতে পারবে, কিন্তু কোনো অপরিচিত ব্যক্তি এলে এবং এই বিষয়টি দেখলে সে আশ্চর্য হবে। এই কারণে এমন কাজ করা উচিত যা সাধারণ মানুষ সহ্য করতে পারে এবং তারা যেন চিন্তিত না হয়। সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করা থেকে বাঁচা জরুরি, অন্যথায় সাধারণ মানুষ মসজিদ থেকে দূরে সরে যাবে যে, 'ইমামকে দেখো, ফরয নামাযে শুধু সিজদা করাতে থাকে।" আর যদি কখনো সিররি নামাযে সিজদায়ে তিলাওয়াতের আয়াত তিলাওয়াত করে এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত করে, তাহলে তা আরও অদ্ভুত ব্যাপার হয়ে যাবে। **(মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৯/২৪২)**

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: সিজদার আয়াত লিখলে বা দেখলে কি সিজদা ওয়াজিব হয়?

উত্তর: না, সিজদার আয়াত লিখলে বা দেখলে সিজদা ওয়াজিব হয় না। (হালবী কাবীর, ৫০০ পৃ:)

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি নিজের নামায পড়ার সময় সিজদার আয়াত শুনে ফেলে, তাহলে কী হুকুম?

উত্তর: যে ব্যক্তি নামাযে নেই, সে সিজদার আয়াত পড়লো এবং নামাযী তা শুনলো, তাহলে নামাযের পর সিজদা করবে। আর যদি নামাযের মধ্যেই সিজদা করে নেয়, তাহলে যথেষ্ট হবে না, নামাযের পর আবার করতে হবে। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৩৩)

প্রশ্ন: নাবালিগ যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহলে কি তার উপর সিজদা করা ওয়াজিব হবে কি না? এছাড়াও নাবালিগ যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং বালিগ তা শোনে, তাহলে শোনার কারণে বালিগের উপর কি সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর: নাবালিগ শরীয়তের বিধানের মুকাল্লাফ নয়, সুতরাং যদি সে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে বা শোনে, তাহলে তার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি নাবালিগ তিলাওয়াত করে এবং একজন বুদ্ধিমান বালিগ মুসলিম তার কাছ থেকে সিজদার আয়াতের তিলাওয়াত শোনে, তাহলে শ্রোতার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (মুখতাসার ফতোওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, ৭২ পৃ:)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: এমন কোনো পরিস্থিতি কি আছে যখন সিজদার আয়াত শোনা ছাড়াই সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যায়?

উত্তর: যদি ইমামের কাছ থেকে আয়াত শোনা হয় কিন্তু ইমামের সিজদা করার পর ওই রাকাতে অংশগ্রহণ করে, তাহলে ইমামের সিজদা তার জন্যও গণ্য হবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতে অংশগ্রহণ করে, তাহলে নামাযের পর সিজদা করবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৮, অংশ: ৪)

প্রশ্ন: নামাযে সিজদায়ে তিলাওয়াতের পর দাঁড়িয়ে কিছু তিলাওয়াত না করে রুকু করা কেমন?

উত্তর: এমন অবস্থায় সিজদা আদায় হয়ে যাবে, তবে এমন করা মাকরুহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/২৩৫ থেকে গৃহীত)

প্রশ্ন: যদি কারো উপর অনেকগুলো সিজদায়ে তিলাওয়াত বাকি থাকে এবং সেগুলো আদায় না করেই মারা যায় অথবা আদায় করতে অক্ষম হয়ে যায়, তাহলে তার দায়মুক্তির উপায় কী?

উত্তর: শরীয়তে সিজদায়ে তিলাওয়াতের কোনো বদল বা ফিদিয়া নেই, এই কারণে যে ব্যক্তি আদায় করতে পারেনি তার উপর মৃত্যুর সময় এই বিষয়ে কোনো ওসিয়ত করা আবশ্যক নয়। হয় সে আদায় করবে, আর যদি আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে তাওবা করবে। এর বাইরে কোনো উপায় নেই। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/২৩৮ থেকে গৃহীত)

www.dawateislami.net

হাফিয সাহেব সিজদায়ে তিলাওয়াতের কথা বলতে ভুলে গেলে কী করবেন?

প্রশ্ন: হাফিয সাহেব সিজদায়ে তিলাওয়াতের বিষয়টি বলতে ভুলে গেলে কী করবেন?

উত্তর: পবিত্র কুরআনে ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে। তারাবীর সময় যখন কোনো সিজদার আয়াত আসে, তখন হাফিয সাহেবরা আগে থেকেই জানিয়ে দেন যে, অমুক রাকাতে সিজদার আয়াত আছে। অনেক সময় হাফিয সাহেবরা এই কথাটি বলতে ভুলে যান এবং নামায শুরু করে দেন। এক্ষেত্রে যখন সিজদার আয়াতে পৌঁছান, তখন তারা দ্বিধায় পড়েন যে, এখন কী করবেন? কিছু হাফিয সাহেবরা সিজদার আয়াত পড়েন না এবং রুকুতে চলে যান। যদি এটি দ্বিতীয় রাকাত হয়, তাহলে ঠিক আছে, অন্যথায় দ্বিতীয় রাকাতে অন্য কোনো জায়গা থেকে কয়েকটি আয়াত পড়ে তা পূরণ করেন। কিছু হাফিয সিজদার আয়াত পড়ে সিজদাতে চলে যান। মুক্তাদীরা না জানার কারণে কেউ রুকুতে থাকেন আর কেউ সিজদাতে, একটি অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি হয়, হাফিয সাহেবও লজ্জিত হতে থাকেন। এমন পরিস্থিতিতে হাফিয সাহেবের উচিত হলো সিজদার আয়াত পড়ে দ্রুত নামাযের রুকু করে নেওয়া এবং এই রুকু দ্বারা সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যত মোটেও না করা। তারপর ক্বওমার পর সিজদা করবেন এবং তাতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়্যত করবেন। এখন এই সিজদা দ্বারা নামাযের সিজদা এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত উভয়ই আদায় হয়ে যাবে। আর মুক্তাদীরা যদি সিজদায়ে তিলাওয়াতের

www.dawateislami.net

নিয়্যত না করে, তাহলেও তাদের সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হয়ে যাবে। (তারাবীর ফযীলত ও মাসায়িল, ৩২ পৃ:)

প্রশ্ন: কোন অবস্থায় সিজদার আয়াত না পড়ে ও না শুনে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যায়?

উত্তর: ইমাম (সিররি নামাযে) সিজদার আয়াত পড়লে এই অবস্থায় যদিও মুক্তাদী সিজদার আয়াত না পড়ে ও না শোনে, তবুও ইমামের সাথে তার উপরও সিজদায়ে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব।

(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

উদ্দেশ্য পূরণের জন্য

(হানাফীদের মতে কুরআনুল কারীমে ১৪টি সিজদার আয়াত রয়েছে।) যে উদ্দেশ্যে এক মজলিসে সিজদার সকল (অর্থাৎ ১৪টি) আয়াত পড়ে সিজদা করবে, আল্লাহ পাক তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দিবেন। হোক সে একটি একটি আয়াত পড়ে সেটার সিজদা করতে থাকে অথবা সবগুলো পড়ে শেষে ১৪টি সিজদা করে নেয়। (বাহারে শরীয়ত, ১/৭২৮, অংশ: ৪ সংক্ষেপে)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

১৪টি সিজদার আয়াত

১ اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيُسَبِّحُوْنَهٗ وَلَهٗ يَسْجُدُوْنَ ﴿۲۰۶﴾ السجدة ع

(পারা ৯, সূরা: আরাফ, আয়াত: ২০৬)

২ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ ﴿۱۵﴾ السجدة

(পারা ১৩, সূরা: রাদ, আয়াত: ১৫)

৩ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۴۹﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত: ৪৯)

৪ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖٓ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿۱۰۷﴾ لا

وَّ يَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ﴿۱۰۸﴾

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ﴿۱۰۹﴾ السجدة

(পারা ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈল, আয়াত: ১০৭, ১০৮, ১০৯)

৫ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ﴿۵۸﴾ السجدة

(পারা ১৬, সূরা: মরিয়াম, আয়াত: ৫৮)

৬ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآبُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ؕ وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ؕ وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّكْرِمٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿۱۸﴾ السجدة ط

(পারা ১৭, সূরা: হজ্ব, আয়াত: ১৮)

৭ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ اَنَسْجُدُ لِمَا تَاْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿۶۰﴾ السجدة ع

(পারা ১৯, সূরা: ফুরকান, আয়াত: ৬০)

৮ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿۲۵﴾ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۲۶﴾ السجدة

(পারা ১৯, সূরা: নামল, আয়াত: ২৫, ২৬)

www.dawateislami.net

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا

৯ وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۱۵﴾ السجدة

(পারা ২১, সূরা: সাজদাহ, আয়াত: ১৫)

فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ﴿۲۴﴾ السجدة

১০ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ؕ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿۲۵﴾

(পারা ২৩, সূরা: স'দ, আয়াত: ২৪, ২৫)

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

১১ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿۳۷﴾ فَاِنِ اسْتَكْبَرُوْا

فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهٗ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْـَٔمُوْنَ ﴿۳۸﴾ السجدة

(পারা ২৪, সূরা: হা-মীম সাজদাহ, আয়াত: ৩৭, ৩৮)

১২ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ﴿۶۲﴾ السجدة ع

(পারা ২৭, সূরা: নাজম, আয়াত: ৬২)

১৩ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۲۰﴾ لا وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿۲۱﴾ السجدة ط

(পারা ৩০, সূরা: ইনশিকাক, আয়াত: ২০, ২১)

১৪ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴿۱۹﴾ السجدة ع

(পারা ৩০, সূরা: আলাক, আয়াত: ১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়া:.....১
দরুদ শরীফের ফযীলত.....১
সন্যাসীদের ইসলাম গ্রহণ.....২
সিজদার আয়াতকে আয়াতে সিজদা কেন বলা হয়?.....৪
সিজদার আয়াত দ্বারা কাফেরদের নসিহত.....৪
তিলাওয়াতে সিজদার কারণ.....৫
ভিড় জমে যেত.....৬
শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায়.....৬
এখানে কোন সিজদা উদ্দেশ্য?.....৭
বৃক্ষ আয়াতে সিজদা করেছে.....৭
রাতে সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং দোয়ায়ে মুস্তফা ﷺ.....৮
নামাযে সিজদায়ে তিলাওয়াত এলে কী পড়বেন?.....৮
নামাযের বাইরে সিজদায়ে তিলাওয়াতে কী পড়বেন?.....১০
তিলাওয়াতের প্রতি আগ্রহ এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত.....১০
সিজদা করার আগে কান্না করুন.....১১
সিজদায়ে তিলাওয়াতের ৬০টি মাসায়িল.....১১
সিজদায়ে তিলাওয়াত কখন ওয়াজিব হয়?.....১২
সিজদায়ে তিলাওয়াতের পদ্ধতি.....১৩
ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উৎসাহ.....১৪
সবাই জেনে গেল যে তিনি তিলাওয়াত করছেন (ঘটনা).....২৫
সিজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কে ১৩টি প্রশ্ন-উত্তর.....২৬
রেকর্ডকৃত তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত শুনলে কি সিজদা ওয়াজিব হবে?.....২৬
চ্যানেলে সিজদার আয়াত শোনার বিধান.....২৬
অনেকগুলো সিজদায়ে তিলাওয়াত একসাথে আদায় করার পদ্ধতি.....২৭
জাহরি নামাযে "আয়াতে সিজদা" তিলাওয়াত করা কেমন?.....২৭
হাফিয সাহেব সিজদায়ে তিলাওয়াতের কথা বলতে ভুলে গেলে কী করবেন?.....৩১
উদ্দেশ্য পূরণের জন্য.....৩২
১৪টি সিজদার আয়াত.....৩৩

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

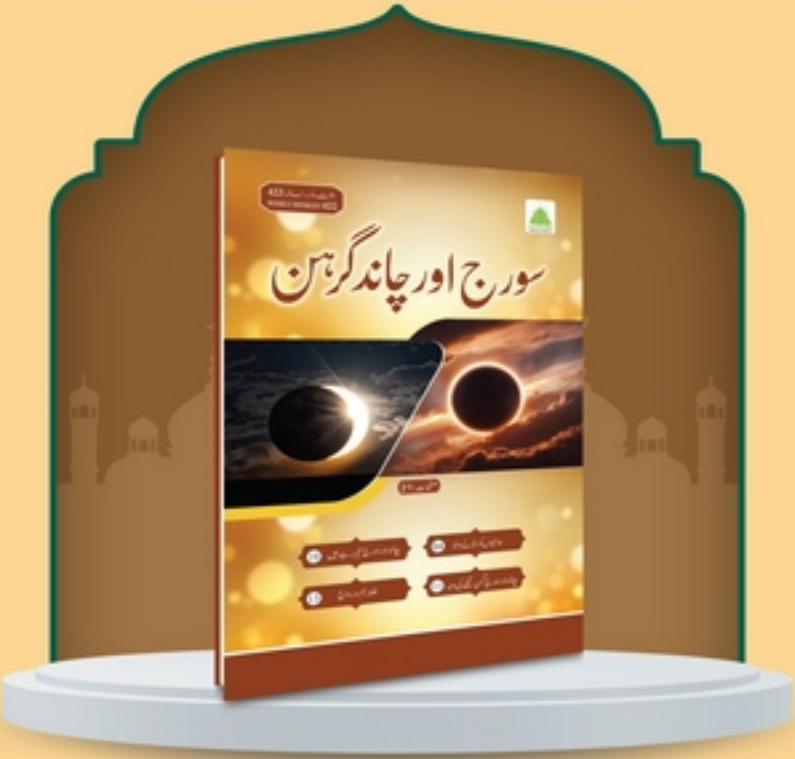

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net